দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

78

123

এক বিদ্যালয় এক শিক্ষক

একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক। ছাত্রসংখ্যা ৫০০। ফলে, লেখাপড়া নয়, খেলাধুলাই এ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার প্রধান অঙ্গ। খবরটি বিশ্বাসযোগ্য হবার নয়। তবুও এ খবর আছে পত্রিকার পাতায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ঠিকানাও আছে। জেলা নোয়াখালী। থানা চাটখিল। মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন। মলংঝুড়ী গ্রাম।

তাহলে কর্তৃপক্ষ কি করেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কি করেন থানা এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ? এ প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপিত হলেও কোন সন্তোষজনক জবাব মেলেনি। তারপর একান্তই বিশ্বাস জন্মে যে সেখানকার কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে করার কিছু নেই বা কোন মহলের কিছু করার উদ্যোগও নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আছে একথা সকলের জানা। কিছুদিন আগে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়েছে। এবং নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হলে অনেক শূন্যপদ পূরণ হবে। তবে নতুন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি বলে কোন বিদ্যালয়ে একজনও শিক্ষক নেই বা একজন মাত্র শিক্ষক আছে—এ ধরনের কোন খবর ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। তাই এ ধরনের কোন খবর স্বাভাবিক নয়। আর স্বাভাবিক হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষরই বহন করে।

প্রশ্নটি এখানেই। এ প্রশ্ন আছে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল নিয়ে। এ বিদ্যালয়ে নিয়মিত বেতন হয়। বোনাস পাওয়া যায়। ছুটি আছে অঢেল। পেনশন আছে। নিজের এলাকায় থেকেও চাকরি করা যায়। শুধু নেই এ সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরার তাগিদ। কে এল, কে গেল, সে তদারকি এ ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত বলে মনে হয়। থানা শিক্ষা অফিস বলে একটি দফতর আছে।

এ দফতরের দৃশ্যমান একমাত্র কাজ দেন-দরবার করা। নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং পুরান শিক্ষক বদলির ঝামেল বজায় রেখে আয়-রোজগারের পথ খোলা রাখা। এই ডামাডোলে কোন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারে আবার কোথাও শিক্ষকের কোটা শূন্যে দাঁড়াতে পারে। এ নিয়ে ভাববার কারো অবসর কোথায়। থানা এবং জেলা শিক্ষা অফিস সর্বকাল এবং সর্বক্ষণের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত চাটখিল নামক একটি থানার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব ঘটেছে।

তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে সংশ্লিষ্ট মহলের ঔদাসীন্য এবং কর্তব্যে অবহেলার সাক্ষী হচ্ছে চাটখিলের খবর। অবিলম্বে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রয়োজন এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ।